যুগান্তর

8 FEB 203

চবিতে শিবিরকে ছাত্রদলের চ্যালেঞ্জ

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

দীর্ঘ এক দশক পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উত্থানপর্ব নতুন করে শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরবিরোধী সেন্টিমেন্টের নেতৃত্ব এখন তাদের হাতে। এর আগে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগ এই দায়িত্ব পালন করেছে। হঠাৎ করে ছাত্রদলের উত্থানের ঘটনায় ছাত্রশিবিরও কিছুটা বেকায়দায় পড়েছে। কারণ ছাত্রদল ক্যাম্পাসে সরাসরি শিবিরবিরোধী অবস্থান নিয়ে বলেছে, ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রামরাজত্ব কায়েম করেছে। দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে বিএনপি ও আমায়াতের আদর্শিক নৈকট্য থাকলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির কখনও ছাত্রদলের সজন ছিল না। নব্বইয়ের দশকে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করলে শিবিরের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ দ্বন্দ্বের রেশ ধরে ১৯৯৪ সালের ২৮ অক্টোবর ছাত্রশিবিরের হাতে মারাত্মক আহত হন তৎকালীন চবি ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও শিক্ষক-তনয় নুরুল হুদা মুসা। এক সপ্তাহ লড়াই শেষে ৪ নভেম্বর তিনি মৃত্যুর কাছে হার মানেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাকে দেখতে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে যান এবং মুসার পরিবারকে আশ্বাস দেন এ হত্যার বিচার হবে। কিন্তু সে হত্যার বিচার হয়নি। কিন্তু মুসার বাবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। মুসার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদলের কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়। নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে শহরে পালিয়ে যান। এরপর গত এক দশক জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও ছাত্রশিবির কখনও ছাত্রলীগের করুণা নিয়ে টিকে ছিল। এ সময় ছাত্রদল মুসার হত্যাকারী হিসেবে শিবিরকে অভিযুক্ত করতেও সাহস পায়নি। এই সুযোগে ছাত্রদলে শিবিরপন্থী একটি অংশেরও উত্থান ঘটে।

চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আবাসিক হল থেকে ছাত্রলীগের আধিপত্য শেষ হয়ে যায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিবির পুরো ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তারপর বিগত এক বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের একক আধিপত্যের বছর। গত ১৫ ডিসেম্বর চবি ছাত্রদলের সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠিত হয়। মো: সেলিম সভাপতি এবং এম আর চৌধুরী মিল্টন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তারা দীর্ঘদিন ধরে শিবিরবিরোধী হিসেবে পরিচিত। নবনির্বাচিত কমিটি প্রথম থেকেই ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালালে-তাদের কর্মীসংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ায় শিবিরবিরোধী অনেক ছাত্র ছাত্রদলের মিছিলে যোগ দিয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিতে বরাবরই দু'টি ধারা বহমান ছাত্রশিবির ও ছাত্রশিবির বিরোধী স্রোত। শিবিরবিরোধী ধারায় অতীতে সম্পৃক্ত ছিল ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলসহ প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলো। বর্তমানে ছাত্রদল এ অংশের অধিনায়ক। ৩ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কর্মী ইসমাইল হোসেন শাহেদ শিবিরের হাতে আক্রান্ত হলে ছাত্রদল প্রথমবারের মতো সরাসরি শিবিরবিরোধী প্রকাশ্য অবস্থানে চলে এসেছে। ছাত্রদল শিবিরকে মৌলবাদী সন্ত্রাসী চক্র বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে, শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রামরাজত্ব কায়েম করেছে। আর প্রশাসনকে বলেছে শিবিরের প্রত্যক্ষ দালাল। ছাত্রদলের শিবিরবিরোধী সুস্পষ্ট অবস্থানের ব্যাপারে ছাত্রশিবির এখনও সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। শুধু একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলেছে, একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার পায়তারা করছে। তবে ছাত্রশিবিরের একনেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, শিবিরের সঙ্গে খেলার মতো প্রস্তুতি এখনও ছাত্রদল অর্জন করেনি।